দৈনিক ইত্তেফাক

21

তারিখ 09 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ১ ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা: বৃহস্পতিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৯৫

সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি অভিমত

ধানের দেশ গানের দেশ বাংলাদেশ। ধান যেমন দেহের জন্য, গানও তেমনি মনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু দেশে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, কৃষি কাউন্সিল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও গান নিয়ে অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান আজও গড়ে উঠেনি। অথচ সঙ্গীত শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার।

বর্তমানে সঙ্গীত শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনেরই বিষয় নয়, বিনোদনের বেড়াজাল ছিন্ন করে সঙ্গীত আজ সমাজ সংস্কারের অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি সংগ্রামের সাফল্যের পেছনে সঙ্গীত এক মহান ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া সামাজিক প্রগতি ও অগ্রগতিতে সঙ্গীতের অবদান অনস্বীকার্য। তাই সঙ্গীতে আজ উচ্চতর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সঙ্গীত শিক্ষা দেয়া হবে। দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত স্নাতক পর্যায়ের একটি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এই মহাবিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সাথে স্নাতকোত্তীর্ণ বহু প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবে সঙ্গীতে মাষ্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করতে পারছে না। কেউ কেউ ভারত থেকে সঙ্গীতে মাষ্টার ডিগ্রী করে আসছে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যেই সে সুযোগ ঘটে না। একাডেমিক পর্যায়েও বহু শিক্ষার্থী রয়েছে যারা উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা না থাকায় সঙ্গীত বিদ্যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সঙ্গীত বিভাগ খোলা হলে এ বিষয়ে বিদ্যার্থীর সংখ্যাও বহুগুণে বেড়ে যাবে। কারণ, এই শিল্প ও শিল্পীর গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই অবহিত। সঙ্গীত শুধুমাত্র সম্মানই দেয় না, সম্মানীও দেয় প্রচুর। যার দ্বারা সহজেই সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভব। কেননা, একজন মেহেদী কয়েকটি ইণ্ডাষ্ট্রি, একজন মান্নাদে কয়েকটি মিল-কারখানার সমান, একজন আলিম কি হালিম কয়েকটি আদিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। তা ছাড়া মান্না, মেহেদী, কনিকা, মিতালী, ভূপেন, লতা, রুনা, সাবিনার নাম শুনলেই যেখানে জনজোয়ার শহর ছাপিয়ে যায় সেখানে অনুরাগী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও সন্দেহাতীতভাবেই নিরূপণাতীত।

সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে যে সমস্যাবলীর উদ্ভব হতে পারে তার সমাধান তেমন অসম্ভব কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষালয় ও অর্থ সর্বমোট এই তিনটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করে সহৃদয়তার সাথে এগিয়ে এলে এ সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। অন্যথায় বর্তমান সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়টিকে সম্প্রসারিত করে সহজেই সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা যেতে পারে এবং তাই উত্তম। দেশের অভিজ্ঞ এবং উচ্চতর ডিগ্রীধারী সঙ্গীতজ্ঞ আজ আর দুর্লভ নয়। ঢাকাস্থ শের-ই-বাংলানগরের আগার গাঁয়ে উক্ত কলেজের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণের জন্য যে আর্থিক মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে তা যথাযথ ব্যবহৃত হলে শিক্ষালয় সমস্যার ও স্থায়ী সমাধান হয়। আর্থিক সমস্যা তেমন কোন সমস্যা নয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, দেশে একটি সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে পারে! শিক্ষক, শিক্ষালয় ও ও অর্থ-এর কোনটিরই অভাব নেই। অভাব শুধুমাত্র সদিচ্ছার। দেশে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক গুণী অথচ দুঃস্থ সঙ্গীতের কর্মসংস্থান হবে এবং একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত বিভাগগুলোর কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি আরও উন্নত হবে, অর্জিত হবে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা।

—নিশানে হালিম